বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ০১ মার্চ ২০২৬

Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 33(1) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এতদ্বারা ''বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ ও তথ্য-প্রকাশকারীর (whistleblower) সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০২৬'' এর খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করিতেছে।

খসড়া বিধিমালার উপর মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি উক্ত বিধিমালা কমিশনের ওয়েবসাইট/সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলো।

মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি প্রেরণের ঠিকানা:

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
ঢাকা ১২০৭।
ইমেইল: chairman@sec.gov.bd এবং প্রতিলিপি: mehran@sec.gov.bd

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

www.sec.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ......

নং-৫৩.০২.০০০০.০০০.২০১.২২.০৪৩৬.২৪........ যেহেতু পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিতকরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অনিয়ম, সুবিধাভোগী ব্যবসা, বাজার কারসাজি, ইত্যাদি রোধকরণ অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু উক্ত তথ্য প্রকাশে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য-প্রকাশকারীর (whistleblower) আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

সেহেতু Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর Section 33(1) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রস্তাব করিলঃ

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (ক) ইহা ''বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ ও তথ্য-প্রকাশকারীর (whistleblower) সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০২৬'' নামে অভিহিত হইবে।

(খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।– (১)** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, বিধিমালায়-

(ক) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর চেয়ারম্যান;

(খ) "বিধি-বিধান" বলিতে Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন), এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর কোন বিধান বা এর অধীন প্রণীত কোন বিধি, প্রবিধি বা উপ-আইন বা কোন আদেশ, নির্দেশকে বুঝাইবে;

(গ) "তথ্য" বলিতে তথ্য-প্রকাশকারী কর্তৃক প্রকাশিত এমন কোনো তথ্যকে বুঝাইবে যাহার মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত কোনো আত্ন-নিয়ামক সংস্থা বা বাজার মধ্যস্থতাকারী বা কোনো তালিকাভুক্ত কোম্পানি বা নিবন্ধিত কোনো ফান্ড বা সমন্বিত বিনিয়োগ স্কীম বা Special Purpose Vehicle (SPV) এর নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রকাশ পায়ঃ

(অ) সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান, ইত্যাদির লংঙ্ঘন;

(আ) প্রতারণামূলক কার্যক্রম (Fradulent activity), সুবিধাভোগী ব্যবসা (Insider Trading), বাজার কারসাজি (Market manupulation);

(ই) অসদুপায়ে বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো সিকিউরিটির ক্রয় বা বিক্রয়কে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত করা, নিবৃত্ত করা, কার্যকর করা, বিরত করা বা অন্য কোনো ভাবে কোনো ব্যক্তির সুবিধার দিকে প্রলুব্ধ বা প্রভাবিত করা;

(ঈ) অর্থ আত্মসাৎ, অর্থের অপব্যবহার ও অর্থ পাচার;

(উ) কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য যে কোনো বিষয়;

(ঊ) উপ-দফা (অ) হতে (উ) এ উল্লেখিত বিষয়সমূহ সংঘটনকারী, চেষ্টাকারী, সহায়তাকারী বা প্ররোচনা দানকারীর তথ্য;

(ঘ) "তথ্য-প্রকাশকারী (whistleblower)" বলিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত কোন বাজার মধ্যস্থতাকারী বা কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানি বা ইস্যুয়ার বা নিবন্ধিত কোন ফান্ড বা SPV -এর কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বা পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য বা ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য বা নিরীক্ষক বা উহা/উহাদের সহিত সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(ঙ) "প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি" বলিতে এমন সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি বা যাহারা বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) এ বর্ণিত বিষয় বা বিষয়সমূহের সহিত জড়িত বলিয়া অনুমিত বা অভিযুক্ত হোন;

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত সংজ্ঞা, শর্তাবলী, অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন), Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন), জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৭ নং আইন), এবং এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অনুরূপ অর্থ বহন করিবে।

৩। **তথ্য প্রকাশের অধিকার।-** কোনো তথ্য-প্রকাশকারী দায়িত্বরত বা চাকুরিরত বা চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় বিধি ২ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) তে সংজ্ঞায়িত "তথ্য" সম্পর্কে অবহিত থাকিলে তিনি এই বিধিমালায় বর্ণিত পন্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রকাশের অধিকারী হইবে।

৪। **তথ্য প্রকাশ পদ্ধতি।-** (১) কোনো তথ্য-প্রকাশকারী **ফরম-১** এ উল্লেখিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রকাশ করিবে।

(২) কোনো তথ্য-প্রকাশকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত **ফরম-১** দাখিল করিলে তিনি, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে, যদি-

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে তথ্যটি সত্য; বা

(খ) তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলেও তিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, তথ্যটি সত্য হইতে পারে এবং তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করা সমীচীন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোনো তথ্য, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট, লিখিতভাবে, সরাসরি হাতে হাতে, ডাকযোগে বা যে কোনো ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রেরণ করা যাইবে।

(৪) এই বিধিমালার অধীন প্রত্যেকটি তথ্য, প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় এইরূপ সহায়ক দলিলাদি বা উপকরণ দ্বারা, যদি থাকে, সমর্থিত (supported) হইতে হইবে।

৫। **তথ্য-প্রকাশকারীর সুরক্ষা প্রদান।-** (১) কোনো তথ্য-প্রকাশকারী বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ করিলে, উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত এবং আইনি কার্যধারার কারণে অন্যরূপ প্রয়োজন না হইলে, তাহার পরিচিতি প্রকাশ করা যাইবে না।

(২) তথ্য-প্রকাশকারী কোনো চাকুরীজীবী হইলে এই বিধিমালার অধীন কোনো তথ্য প্রকাশ করিবার কারণে তাহার বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যথা: - পদাবনতি, হয়রানিমূলক বদলী, বাধ্যতামূলক

অবসর প্রদান করা বা চাকুরিচ্যুত করা বা তিরস্কার করা বা কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা বা এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যা তাহার মানসিক, আর্থিক বা সামাজিক সুনামের জন্য ক্ষতিকর হয়।

(৩) বিধি ৪ এর অধীন প্রকাশিত তথ্য কোনো মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) তথ্য-প্রকাশকারীকে প্রকাশিত তথ্য সংক্রান্ত কোনো মামলায় সাক্ষী করা যাইবে না এবং মামলার কার্যক্রমে এমন কোনো কিছু প্রকাশ করা যাইবে না যাহাতে উক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়।

(৫) মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংশ্লিষ্ট কোনো বহি, দলিল বা কাগজপত্রে যদি এমন কিছু থাকে, যাহাতে তথ্য-প্রকাশকারীর পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে আদালতে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত বহি, দলিল বা কাগজপত্রের যে অংশে উক্তরূপ পরিচয় লিপিবদ্ধকৃত আছে সেই অংশ গোপন রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তথ্য-প্রকাশকারীর পরিচয় ও প্রকাশিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার্থে Securities and Exchnage Ordinance, 1969 এর Section 19 বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। **ডেজিগনেটেড অফিসারের দপ্তর ও উহার কার্যক্রম।-** (১) এই বিধিমালার অধীন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কমিশনের অতিরিক্ত পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন একজন কর্মকর্তাকে ডেজিগনেটেড অফিসার হিসেবে মনোনীত করিবেন এবং অত্র বিধিমালার অধীন তাহার দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ডেজিগনেটেড অফিসারের দপ্তর নামে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবেন।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত ডেজিগনেটেড অফিসারের দপ্তর এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা পদায়ন করিবে।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ডেজিগনেটেড অফিসারের দপ্তর এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে এবং তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭। **প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীতব্য কার্যক্রম।-** (১) ডেজিগনেটেড অফিসারের দপ্তরে **ফরম-২** মোতাবেক একটি রেজিস্টার গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ থাকিবে, যাহাতে ডেজিগনেটেড অফিসার বা কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা তথ্য-প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত তথ্যসহ আনুষঙ্গিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সংরক্ষিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকৃত তথ্য-প্রকাশকারীর (Whistleblower) পরিচয় যাহাতে প্রকাশিত না হয়, ডেজিগনেটেড অফিসার বা কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিবে; এবং উক্ত তথ্যের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইলে উহার জন্য তিনি এবং বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে অবগত আছেন এইরূপ সকল ব্যক্তি দায়ী হইবেন যদি না তিনি বা তাহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে তথ্য-প্রকাশকারীর পরিচয় তাহার বা তাহাদের অজ্ঞতাসারে প্রকাশিত হইয়াছে অথবা তথ্য-প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ রোধকল্পে তিনি বা তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(৩) ডেজিগনেটেড অফিসার বা কমিশন কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রেজিস্টারে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করিবে, যথাঃ-

(ক) প্রকাশিত তথ্য অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য গৃহীত হইলে উহার সংক্ষিপ্ত কারণ;

(খ) প্রকাশিত তথ্য অনুসন্ধান বা তদন্তের জন্য গৃহীত না হইলে উহার কারণ;

(গ) প্রকাশিত তথ্য অনুসন্ধান বা তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হইলে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ;

(ঘ) তথ্য-প্রকাশকারীকে অনুসন্ধান বা তদন্তের ফলাফল অবগত করা হইয়াছে কিনা;

(ঙ) তথ্য-প্রকাশকারীর পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে;

(চ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন তথ্য।

(৪) ডেজিগনেটেড অফিসারের দপ্তরে **ফরম-৩** মোতাবেক প্রকাশিত তথ্যের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে, উহাতে ডেজিগনেটেড অফিসার বা কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা তথ্য-প্রকাশকারী ও প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তথ্য লিপিবদ্ধকরতঃ গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তথ্য-প্রকাশকারীর গোপনীয়তার স্বার্থে তাহার নামের পরিবর্তে একটি সাংকেতিক নাম বা কোড নম্বর ব্যবহার করিবে এবং ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা উহা উপরোল্লেখিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৫) ডেজিগনেটেড অফিসারের দপ্তরে **ফরম-৪** মোতাবেক একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির পর উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরতঃ উহাতে সংরক্ষণ করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন তথ্য যাচাই-বাছাইকালে ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা প্রকাশিত তথ্যের সমর্থনে দাখিলকৃত তথ্য-উপাত্ত ও দলিলাদি বিবেচনা করতঃ **ফরম-৫** অনুযায়ী একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা পাওয়া গেলে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অপরাধের ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজন মনে করলে প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত পরিচালনা করার বিষয়টি কমিশনের ইন্সপেকশন, ইনকোয়ারি অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করিবে।

৮। **প্রাথমিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।-** (১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত কোনো পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো সহায়তা চাহিলে তথ্য-প্রকাশকারী তাহা প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো তথ্য-প্রকাশকারীকে এইরূপ কোনো পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে এইরূপে বাধ্য করা যাইবে না, যাহার ফলে তাহার পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে বা তাহার জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা তিনি অন্য কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন।

(২) বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৬) এর অধীন প্রাথমিক পর্যালোচনা পরিচালনাকালে ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা যথাযথ মনে করিলে প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে, নির্ধারিত তারিখ, সময় ও উপস্থিতির স্থান উল্লেখ করিয়া ন্যূনতম ৩ (তিন) দিনের সময় প্রদানপূর্বক, হাজির হইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তথ্যের পর্যালোচনা ও গুরুত্ব অনুযায়ী প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ন্যূনতম সময়ের পূর্বেই হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো যৌক্তিক কারণে সশরীরে উপস্থিত হইতে না পারে তাহা হইলে উপযুক্ত প্রতিনিধি মারফত বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ, সময় ও স্থানে হাজির হইবে অথবা সময় চাহিয়া ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করিতে পারিবে; তবে ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের বেশি সময় বর্ধনের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তার সহিত ই-মেইল, ফ্যাক্স অথবা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশিত তথ্যের বিপরীতে সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারিবে বা প্রয়োজনে, ইলেকট্রনিক সিগনেচারসহ তাহার জবাব, সংশ্লিষ্ট তথ্য ও প্রমাণাদি ই-মেইলে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে হাজির না হইলে অথবা উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসারে সময় চাহিয়া আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৬) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবে।

৯। **অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম ও অনুসরণীয় পদ্ধতি।-** (১) বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৮) এর বিধান অনুযায়ী কোনো বিষয় কমিশনের ইন্সপেকশন, ইনকোয়ারী অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন বিভাগে প্রেরণ করা হইলে উক্ত বিভাগ অনুসন্ধান বা তদন্ত সংক্রান্ত আদেশ ইস্যু করিবার দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান তথা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 21 অথবা ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৭ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অনুসন্ধান বা তদন্তের অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নিযুক্ত অনুসন্ধান বা তদন্ত কর্মকর্তা বা কমিটি Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর Section 21 অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ১৭ক অনুসরণপূর্বক অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবে।

(৪) অনুসন্ধান বা তদন্তকালে বা উক্তরূপ অনুসন্ধান বা তদন্ত সম্পন্নের পর যদি দেখা যায় যে,-

(ক) প্রকৃত ঘটনা ও অভিযোগ তুচ্ছ প্রকৃতির, বিরক্তিকর এবং ভিত্তিহীন; অথবা

(খ) অনুসন্ধান বা তদন্ত এবং আইনানুগ কার্যক্রম চালাইবার মত যথেষ্ট কোনো কারণ ও উপাদান বিদ্যমান নাই-

তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান বা তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি লিখিতভাবে কারণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতঃ কার্যক্রম বন্ধ করিবে এবং উক্তরূপে লিখিত কারণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৫) অনুসন্ধান বা তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি অনুসন্ধান বা তদন্তকার্য সম্পন্ন করিয়া কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

১০। **অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ।-** বিধি ৯ এর অধীন কোনো বিষয় অনুসন্ধান বা তদন্তকালে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি তথ্য প্রকাশকারীর নিকট হইতে, প্রয়োজনে, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন কোনো ভাবেই তথ্য-প্রকাশকারীর পরিচয় প্রকাশ না পায়।

১১। **শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।-** অনুসন্ধান বা তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রচলিত সিকিউরিটিজ আইন ও বিধি-বিধান, ইত্যাদি লংঙ্ঘনের বিষয়ে Securities and Exchange Ordinance, 1969, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯, এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ এর অধীন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **তথ্য-প্রকাশকারীর গোপনীয়তা সংরক্ষণ।-** বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রকাশিত তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইবে, যেন তথ্য-প্রকাশকারীর পরিচয় কোনোভাবে প্রকাশিত না হয়।

১৩। **ফলাফল অবহিতকরণ।-** প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, তথ্য-প্রকাশকারীর গোপনীয়তা অক্ষুণ্ন রাখিয়া উহা তাহাকে অবহিত করা যাইবে।

১৪। **বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ।-** এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রকাশিত তথ্যের সূত্রে-

(ক) অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে Securities and Exchange Ordinance, 1969 অথবা ক্ষেত্রমতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

(খ) কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Securities and Exchange Ordinance, 1969, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯, এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ এবং তথ্যমতে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

(গ) প্রতারণামূলক কার্যক্রম (Fradulent activity), সুবিধাভোগী ব্যবসা (Insider Trading), বাজার কারসাজি (Market manupulation) বা অসুদাপায়ে বা অন্য কোনো উপায়ে কোনো সিকিউরিটির ক্রয় বা বিক্রয়কে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত করা, নিবৃত্ত করা, কার্যকর করা, বিরত করা বা অন্য কোনো ভাবে কোনো ব্যক্তির সুবিধার দিকে প্রলুব্ধ বা প্রভাবিত করা হইলে উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে Securities and Exchange Ordinance, 1969, এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ -উহার অধীন প্রণীত বিধি-বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতা বা অসহযোগিতা, অসত্য তথ্য প্রকাশ করা হইলে উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে Securities and Exchange Ordinance, 1969 অথবা ক্ষেত্রমতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

(ঙ) তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য-প্রকাশকারীর গোপনীয়তা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ আইন এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **আর্থিক প্রণোদনা বা সম্মাননা প্রদান।-** (১) যদি কোনো তথ্য-প্রকাশকারীর প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে আরোপিত অর্থদণ্ড বা জরিমানা আদায় হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট তথ্য-প্রকাশকারীকে এই বিধিমালার অধীন স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত আর্থিক প্রণোদনা বা সম্মাননা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন আর্থিক প্রণোদনা বা সম্মাননা প্রদানের শর্তাদি, পরিমাণ ও প্রদানের পদ্ধতি সময় সময় আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আর্থিক প্রণোদনার পরিমাণ আদায়কৃত জরিমানা বা অর্থদন্ডের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর বেশি হইবে নাঃ

আরো শর্ত থাকে যে, উক্ত আর্থিক প্রণোদনার পরিমাণ কোনক্রমেই ১০ (দশ) কোটি টাকার বেশি হইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কোনো আর্থিক প্রণোদনা বা সম্মাননা প্রদান করা হইলে ডেজিগনেটেড অফিসার বা মনোনীত কর্মকর্তা উহা পৃথক একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

www.sec.gov.bd

ফরম-১

[বিধি ৪ (১) দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রকাশ ফরম

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ''বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ ও তথ্য-প্রকাশকারীর (whistleblower) সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০২৬'' এর অধীন আমার অধিকার, দায়িত্ব এবং সুরক্ষা প্রাপ্তির বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ তথ্য প্রকাশ করিলাম:

১. প্রকাশিত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম:
২. প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবি:
৩. প্রকাশিত তথ্য বা তথ্যসমূহ:
৪. প্রকাশিত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংঘটনের তারিখ:
৫. প্রকাশিত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:
৬. সংযুক্ত দলিলাদির বর্ণনা, যদি থাকে:
৭. সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা (যদি থাকে):
৮. তথ্যটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও প্রকাশ করা হইয়াছে কিনা (হইয়া থাকিলে তাহার বর্ণনা):
৯. তথ্য প্রকাশকারীর ঘোষণা:
   (ক) আমি উপর্যুক্ত বর্ণনা সত্য ও সঠিক মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি।
   (খ) উল্লিখিত তথ্য যদি বিভ্রান্তিমূলক, মিথ্যা বা কোনো প্রকার অসৎ উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত বিধিমালার অধীনে আমার কোনো প্রকার সুরক্ষা পাইবার অধিকার থাকিবে না।
   (গ) আমি অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে, আমার জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশংকা না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করিব।
   (ঘ) আমি উল্লিখিত তথ্য পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করিব না।

নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ:
পিতার নাম:
মাতার নাম:
বয়স:
পদবি:
ঠিকানা:
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
ফোন নম্বর:
ই-মেইল:

[বিঃ দ্রঃ তথ্য-প্রকাশকারীর পরিচয় এই বিধিমালার বিধি ১২ মোতাবেক গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হইবে]

(অফিস কর্তৃক ব্যবহারের জন্য)

প্রকাশিত তথ্যের নম্বর:
যে কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার নাম ও পদবি:
তথ্য প্রকাশের সময় ও তারিখ:

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

www.sec.gov.bd

ফরম-২

[বিধি ৭ (১) দ্রষ্টব্য]

তথ্য-প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত ও আনুষঙ্গিক তথ্যের রেজিস্টার

প্রকাশিত তথ্যের নম্বর:
রেজিস্টার নম্বর:
তথ্য-প্রকশকারীর কোড নম্বর:

১. তথ্য-প্রকাশকারীর ব্যক্তিগত তথ্য:

নাম-	বয়স-
পিতার নাম-	মাতার নাম-
ঠিকানা-	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর-
ফোন-	ই-মেইল-

২. পদবি ও অফিসের ঠিকানা:
৩. প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহিত তথ্য-প্রকাশকারীর সম্পর্ক:
৪. প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার নাম ও ঠিকানা:
৫. প্রকাশিত তথ্যের ধরন ও প্রকৃতি [বিধি ২ (গ)] অনুযায়ী:
৬. যে কর্মকর্তার নিকট তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার নাম তাহার নাম ও পদবি:
৭. যে কর্মকর্তা তথ্য যাচাই-বাছাই করিয়াছেন তাহার নাম ও পদবি:
৮. বিশেষ কোনো মন্তব্য (যদি থাকে):

ডেজিগনেটেড অফিসার বা
কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সিল

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

www.sec.gov.bd

ফরম-৩

[বিধি ৭ (৪) দ্রষ্টব্য]

প্রকাশিত তথ্যের রেজিস্টার

ক্রমিক নম্বর	প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম, পদবি ও ঠিকানা	প্রকাশিত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তথ্য-প্রকাশকারীর নাম, পদবি ও ঠিকানা	তথ্য প্রকাশের সময় ও তারিখ	প্রকাশিত তথ্য প্রাপ্তির পর গৃহীত ব্যবস্থা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
৩।						
৪।						
৫।						

ডেজিগনেটেড অফিসার বা
কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সিল

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

www.sec.gov.bd

ফরম-৪

[বিধি ৭ (৫) দ্রষ্টব্য]

প্রকাশিত তথ্যের প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	হ্যাঁ/না	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	প্রকাশিত তথ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সরকারি কর্মকর্তা কিংবা কোন কোম্পানি বা বেসরকারি ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কিনা		
২।	প্রকাশিত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হইয়াছে কিনা		
৩।	প্রকাশিত তথ্য যাচাই-বাছাইকালে প্রাথমিক অনুসন্ধান আবশ্যক হইলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা		
৪।	প্রকাশিত তথ্য দূরভিসন্ধিমূলক কিনা		
৫।	প্রকাশিত তথ্য মিথ্যা, বিরক্তিকর ও অস্বচ্ছ কিনা		
৬।	প্রকাশিত তথ্যের সহিত সংযুক্ত দলিলাদি যথাযথ কিনা		
৭।	প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই বা পর্যালোচনা করা আবশ্যক কিনা		

তারিখ:…………

ডেজিগনেটেড অফিসার বা
কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সিল

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

www.sec.gov.bd

ফরম-৫

[বিধি ৭ (৬) দ্রষ্টব্য]

প্রাথমিক যাচাই-বাছাই সমাপনান্তে দাখিলকৃত প্রতিবেদন

স্মারক নম্বর: তারিখ:

প্রেরক:

নাম-
পদবি-
দপ্তর-

প্রাপক:

নাম-
পদবি-
দপ্তর-

বিষয়:

সূত্র:

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করিবার জন্য বিগত………………. তারিখে আমার নিকট প্রকাশিত তথ্যের প্রাথমিক অনুসন্ধানের ক্ষমতা অর্পণের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন দাখিল করা হইল:

১. প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম, ঠিকানা ও পদবি:

২. প্রকাশিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সরকারি কর্মকর্তা হইলে তাহার উল্লেখ:

৩. প্রকাশিত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রকাশিত তথ্যের ক্রমানুসারে সুস্পষ্টভাবে):
(ক)
(খ)
(গ)

৪. প্রকাশিত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রমাণের জন্য সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ যেসকল দালিলাদি যাচাই-বাছাই করা হইয়াছে:
(ক)
(খ)
(গ)

৫. প্রকাশিত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রমাণে সহায়ক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য:
(ক)
(খ)
(গ)

৬. সমাপনী মন্তব্যসহ চূড়ান্ত প্রস্তাব:

ডেজিগনেটেড অফিসার বা
কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সিল

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

খন্দকার রাশেদ মাকসুদ
চেয়ারম্যান।